মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪

সংবাদ সম্মেলন | নতুন কারিকুলামে মুক্তিযুদ্ধের পাঠ
নতুন সম্ভাবনা ও জাদুঘরের করণীয়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে ৪ জানুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার, সকাল এগারোটায় মুক্তিযুদ্ধের পাঠ ও জাদুঘরের করণীয় শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, পাঠ্যক্রম ঘিরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মপরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ট্রস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। পাঠ্যক্রম ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তিগত দিক উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম জাবের এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার মো. আবু সাইদ। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন মিডিয়ার রিপোর্টার ও চিত্রগ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত: বিগত ২০২৩ সনে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই এবং পাঠদান পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাদুঘর ও শিক্ষা পরস্পর নানাভাবে সংযুক্ত। সেই তাগিদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন পাঠ্যবইকে ভিত্তি করে শিক্ষা-সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বিষয়ক কর্মীদল, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষকমণ্ডলী, আইটি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির কাজ সূচিত হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে ৫ম অধ্যায়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'তে তিনদিনের রোজনামচা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে 'আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক পাঠ্যক্রমে 'শহীদ আজাদের গল্প শুনি' শীর্ষক রচনা ঘিরে দু'টি তথ্যমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজে ব্যবহার উপযোগী অডিও-ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ-আই ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠমূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রস্তাবিত ডিজিটাল কনটেন্টে রাখা হয়েছে। ড. সারওয়ার আলী তার বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ তুলে ধরবার জন্য। ২০০১-এ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকল্প শুরুর পর থেকে সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাদুঘরের কর্মীরা সারা দেশের স্কুলসমুহে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর **৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

'জ্যোতির্ময়'-দা প্রফেসর : প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধে শহিদ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী। মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র হস্তান্তর পর্ব শেষে জ্যোতির্ময় দা প্রফেসর নির্মাতা সন্দীপ কুমার মিস্ত্রিকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর উদ্বোধনী প্রদর্শনীর আলোচনা পর্বে অংশ নেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কৃষ্ণা দত্ত, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও তানভীর মোকাম্মেল। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার ছাত্র ও পরবর্তীতে সহকর্মী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তার আলোচনায় বলেন– আবেগ মানুষকে আপ্লুত করে, অভিভুত করে এসব আমরা জানি, কিন্তু আবেগ যে মানুষকে ভারাক্রান্ত করে সেই অনুভূতিটা আজকে হচ্ছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা মুক্তি নামে একটা পত্রিকা বের করতেন। সেই সুত্রে আমি তাঁকে চিনতাম। তিনি নামে এবং সকল কাজে জ্যোতির্ময় ছিলেন। আমার সৌভাগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় তিনি কলকাতায় চলে যেতে পারতেন। পয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি লন্ডনে ছিলেন পিএইচডি'র জন্য তিনি সেখানে থেকে যেতে পারতেন। তিনি জন্মভূমিতেই ফিরে ফিরে এসেছেন। আজকে যখন স্মৃতিকে শক্তিতে পরিনত করার সময় এসেছে তখন এই প্রামাণ্যচিত্র সেই শক্তির যোগান নিয়ে হাজির হলো আমাদের সামনে। শহিদের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। এরপর কথা বলেন গুহ ঠাকুরতা পরিবারের পক্ষ থেকে কৃষ্ণা দত্ত। তিনি বলেন– আমার চোখে তিনি এক আদর্শবান মানুষ. নিরংকারী, সততার প্রতীক ও সৎ মানুষ। তিনি আমার জ্যেঠামনি। তিনি আমাদের পরিবার ওআমাদের দেশকে বাঁচিয়ে নিজে প্রাণ দিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আমার অনেক সময় কেটেছে। তিনি বাগান করতেন, গান ভালোবাসতেন ও ছাত্রদের খাওয়াতে ভালোবাসতেন। ভীষণ রসিক ছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে মেঘনা ও জ্যেঠিমার যে সংগ্রাম তা এক ইতিহাস। প্রামাণ্যচিত্রের প্রযোজক ও শহিদ কন্যা মেঘনা গুহ ঠাকুরতা তাঁর ৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। উক্ত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ পরিবারের ৩য় প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে শহিদ আব্দল ওয়াহাব তালুকদারের পৌত্র এটিএম ইবতেখার রহমান ও শহিদ আব্দুল আলী গাজীর পৌত্রী আফরিন হুদা তোরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তাঁর সূচনা বক্তব্যে বলেন– ষাটের দশকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার প্রাক পর্বে একদিকে মূলধারার বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, অন্যদিকে ছাত্র সমাজের মধ্যে একটা তুমুল জাগরণ তৈরি হয়েছে, তরুণদের জাগরণের পেছনে অনুপ্রেরণার জায়গাটি ছিল দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এই ধরনের মানুষগুলো। তারা বাঙালির স্বাধীকার, গণতন্ত্র ও একটি সমতাভিত্তিক সমাজের ধারনাকে লালন করেছেন এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি কোন ধারার রাষ্ট্র হবে তা নির্ধারণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা শত্রু চিনতে ভুল করেনি। একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা এই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে গেছে। শুধু ঢাকা শহরে না, প্রতিটি মফস্বল শহরেও। এতে করে মুক্তিযুদ্ধে মূল আদর্শ বাস্তবায়নে যে মানুষগুলোর নিয়ামক ভূমিকা রাখার কথা ছিল, তাদেরকে শত্রুরা বাঁচতে দিলো না। একাত্তরে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি দেশটাকে স্বাধীন করেছিল, আজকে একটা বিভক্ত জাতি ২০২৩ সালে বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করছে। আজকে তাই বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রত্যয় হোক, যে ধর্মনিরপেক্ষ সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র বুদ্ধিজীবীরা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, বাংলাদেশকে তেমন রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তণ করতে হবে। এটা হোক বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রত্যয়। এরপর শহিদ আব্দুল আলী গাজীর পৌত্রী আফরিন হুদা তোরা তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন– আজকের অনুভূতিটা একটু ভিন্ন, কেনোনা আজকে প্রথম আমি আমার দাদার উদ্দেশে কিছু বলতে এসেছি, যাকে আমি কোন দিন চোখে দেখিনি। আমার চাচা শহিদ মিন্টু গাজীকে পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা গোপালগঞ্জের আড়পাড়া গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে যায়, এরপর আমার দাদা শহিদ আব্দুল আলী গাজী আমার চাচাকে ছাড়াতে গোপালগঞ্জে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে গেলে তাকেও আটক হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে হত্যা করে গোপালগঞ্জের বধ্যভূমিতে অন্যান্য লাশের সাথে ফেলে দেয়া হয়। আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু ছোট বেলা থেকে বাবার কাছে মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানোর গল্প শুনে বড় হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে একটা অনুভূতির ব্যাপার। আজকে

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে বিজয় উৎসব : ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সপ্তাহব্যাপী বিজয় উৎসবের অংশ হিসেবে প্রতিবছর মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় তিনদিনব্যাপী বিজয় উৎসবের। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হতে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পর্যন্ত জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। অসংখ্য দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে জল্লাদখানা প্রাঙ্গণ। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (গবেষণা ও গ্রন্থাগার) ড. রেজিনা বেগম এবং ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রকাশনা) সত্যজিৎ রায় মজুমদার।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সম্মানিত কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক। স্মৃতিচারণ প্রদান করেন শহীদ আক্রব আলীর সন্তান মোঃ ফরিদুজ্জামান, শহীদ রেজওয়ান আলীর ভাতিজা মাকসুদুর রহমান, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকলেছুর রহমান, একাত্তরের পদযাত্রী দলের ডেপুটি লিডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আমান। উপস্থিত ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ জল্লাদখানায় শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বধ্যভূমির সন্তানদল শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে 'লেখা আছে অশ্রুজলে' নামক গীতি নৃত্য-কাব্য-আলেখ্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। পর্যায়ক্রমে ওয়াইডব্লিউ সিএ ফ্রি স্কুল, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, শহীদ আবু তালেব উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা সিটি স্কুল, মম কালচারাল একাডেমি সংগঠনসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সংগীত,কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। ১৫ ডিসেম্বর উৎসবের দ্বিতীয় দিনে স্মৃতিচারণ করেন শহীদ আক্রব আলীর সন্তান মো: ফরিদুজ্জামান এবং শহীদ কাশাবাদ্দোজার কন্যা শাহিনা দোজা শেলী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে কোমল কুঁড়ি সংগীত একাডেমি, মুকুল ফৌজ মিরপুর ৬ নং শাখা, নন্দন একাডেমি অব ফাইন আর্টস, মাসুদ নৃত্য নতুন একাডেমি, স্বপ্নবীণা শিল্পকলা বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শহীদ সন্তানের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে। স্মৃতিচারণ করেন শহীদ আব্দুল হাকিমের সন্তান আব্দুল হামিদ, শহীদ আক্রব আলীর সন্তান মোঃ ফরিদুজ্জামান এবং শহীদ

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতীয় প্রবীণ যোদ্ধাদের জাদুঘর পরিদর্শন

হে সুহৃদ, তোমাদের প্রণাম

১৯৭১ বাঙালির জীবনে সবচেয়ে আনন্দের এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বছর। ২৫শে মার্চের কালরাত্রির ভয়াবহতার পর থেকেই বাংলাদেশের মানুষ জীবন বাঁচাতে দেশের সীমানা পেরিয়ে আশ্রয় নেয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংগঠিত প্রবাসী সরকারের (মুজিবনগর সরকার) কার্যক্রমও পরিচালিত হয় কলকাতার ৮ নাম্বার থিয়েটার রোডের একটি বাড়ি থেকে। শুরু থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাংলার দামাল ছেলেরা প্রস্তুতি নেয় মুক্তিযুদ্ধের। বৈশ্বিক রাজনীতি কিংবা কুটনৈতিক কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও দূর থেকে বন্ধু দেশের মঙ্গলের নিমিত্তে সাধ্যাতীত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

৭১-এর শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই অতর্কিত দিল্লি ও কাশ্মীর আক্রমণের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় যেন ভারতীয় বাহিনীর জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ। বাংলার দামাল ছেলেরা এমনিতেই অসীম সাহসী, পাশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনী বন্ধুদের পেয়ে প্রতিশোধের আগুনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় যৌথ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অনেক শহিদের রক্তের সাথে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর শহিদদের রক্তও মিশে আছে এই বাংলার মাটিতে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় দিনের স্মৃতিতে ভারতীয় বাহিনীর আত্মত্যাগ আমরা কখনোই ভুলবো না।

১৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধের ৫২ বছর পরের একটি দিন। বাংলাদেশের মাটি, মানুষ এখন স্বাধীন। স্বাধীন বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছিলেন ৫২ বছর আগের সেই সুহৃদের কয়েকজন, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে মিত্র বাহিনীর নায়কেরা ঘুরে দেখেছেন স্বাধীন বাংলাদেশকে। আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন কেউ; কেউ আবার '৭১-এর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনশালায় নিজেদের বীরত্বগাঁথা দেখে জ্বলজ্বল চোখের জ্যোতি বলে দিচ্ছিল বিজয়ের গৌরব গাঁথা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আখাউড়া, যশোর ও বগুড়া অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা মিত্র বাহিনীর কয়েকজন মিত্রের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন। কি আনন্দ নিয়ে তাঁরা বাংলাদেশকে দেখছিলেন! বাংলাদেশের দৃশ্যমান উন্নয়নে আপ্লুত হয়েছেন। কথা বলতে বলতে চলে গিয়েছিলেন '৭১-এর সেই উত্তাল দিনগুলোতে। যুদ্ধের স্মৃতির আনন্দ বেদনা দুইই আছে। বিজয়ের আনন্দ যেমন তাদেরকে আবেগাপ্লুত করে দেয়, সম্মুখ যুদ্ধে সতীর্থ হারানোর বেদনা তেমনি ব্যাথিত করে তোলে। বগুড়ার সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মিত্রের চোখের সামনে সহযোদ্ধার মৃত্যু ঘটে অথচ সেই বুলেটের সামনে তাঁরই থাকবার কথা ছিল। চোখের সামনে মৃত্যু দেখে থেমে না থেকে এগিয়ে গিয়েছেন বাংলাকে পাকিস্তানের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে। এই বাংলাদেশ বাংলার মানুষের যেমন প্রিয় তেমনি মিত্র বাহিনীদেরও প্রিয়। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের ধাত্রীরূপে তাঁরাও প্রণম্য। বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অবদানে শ্রদ্ধায় প্রণাম জানায়।

ইয়াছমিন লিসা, গ্যালারি গাইড

'জ্যোতির্ময়'-দা প্রফেসর প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যে বলেন– আজ আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। আমি আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছি। আমার আশা এই প্রামাণ্যচিত্র একটি দেশ, সমাজ ও জাতির বায়োগ্রাফি হিসেবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাজে আসবে। এই পর্বে সবশেষে চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল বলেন স্বাধীনতার আগে আমার বড় ভাই ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছুটি বাড়িতে ফিরলে শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার গল্প করতেন। মেঘনা আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। এই কাজটা আমাদের জন্য একটা দায়িত্বের ব্যাপার ছিল। সন্দীপ জগন্নাথ হলের ছাত্র। আমাকে বেশি কিছু করতে হয়নি। সন্দীপ দায়িত্ব নিয়ে কাজটি করেছে। আলোচনা শেষে সবশেষে মঞ্চে উঠে আসেন প্রামাণ্যচিত্রটির চিত্রগাহক নাসরুল্লাহ মনসুর রাসু, সানু মানিক ও অনময় বেরা এবং সহকারি পরিচালক কাউসার আহমেদ ও দীপু রায়। সবশেষে মিলনায়তন পূর্ণ দর্শকের উপস্থিতিতে প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

প্রতিবেদক: শরীফ রেজা মাহমুদ

জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে বিজয় উৎসব : ২০২৩

২-এর পৃষ্ঠার পর

ইসমাইল ব্যাপারীর কন্যা রওশন আরা। শুভেচ্ছা বক্তব্য ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা স্মৃতিচারণ করেন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার মোকলেছুর রহমান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চারুলতা একাডেমি মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত কবিতা আবৃত্তি করে। যুব বান্ধব কেন্দ্র (বাপসা) দলীয় নৃত্য, সৌখিন একাডেমি শিল্পীরা দলীয় সংগীত ও দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে। দিনা লায়লা সঙ্গীত একাডেমি এবং বধ্যভূমির সন্তানদল দেশমাতৃকার গান, মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর দলীয় আবৃত্তি, সংগীত সমাজ কল্যাণপুরের প্রবীণ শিল্পীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করে। থিয়েটার গেরিলার বৈশ্বিক গণহত্যার বন্ধে সচেতনতামূলক পথনাটক 'সংখ্যা' মঞ্চস্থর মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় তিনদিনব্যাপী বিজয় উৎসবের।

প্রমিলা বিশ্বাস
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

২-এর পৃষ্ঠার পর

খুব দুঃখের সাথে বলতে হয়, স্বাধীনতার এতোগুলো বছর পরেও শহিদ পরিবারের অনেকেই স্বীকৃতি পায়নি। তারা যেনো তাদের স্বীকৃতি পাওয়ার জটিল প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারে ও প্রাপ্য অধিকারটুকু সহজে পেতে পারে এটাই আমার চাওয়া। পরে শহিদ আব্দল ওয়াহাব তালুকদারের পৌত্র এটিএম ইবতেখার রহমান তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন– আমার দাদু শহিদ শহিদ আব্দল ওয়াহাব তালুকদার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভুরুঙ্গামারীর নিজ এলকার যুবদের নিয়ে কাজ করছিলেন। ৭ আগস্ট ১৯৭১ তিনি পাকবাহিনীর নির্যাতনে শহিদ হোন। আমার দাদুর রক্তেমাখা জামা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। আমার দাদুর কবরটি ভারতের সীমন্তবর্তী কালমাটি গ্রামে। সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ আমার দাদুর কবরটি স্বাধীন বাংলাদেশে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হোক। সবশেষে বুদ্ধিজীবী দিবসের এই বিশেষ আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ছায়ানটের সংগীত শিল্পীবৃন্দ। গোটা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

শরীফ রেজা মাহমুদ

বিজয় দিবস ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ছয়দিনব্যপী বিজয় উৎসব ২০২৩-এর শেষ দিন ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান দুই পর্বে আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্বের শিশু-কিশোর আনন্দ-অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল দশটায় জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বধ্যভূমির সন্তান দলের নেতৃত্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত চার শতাধিক শিশু-কিশোর। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উপস্থিত সকল শিশুকিশোরদের পক্ষে ছোট্ট দুই শিশু। শিশু-কিশোরদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম। দ্বিতীয় পর্বে আনন্দ-আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে- কল্পরেখা, এসওএস শিশুপল্লী, বধ্যভূমির সন্তানদল, খেলাঘর, কচিকাঁচার মেলা, শিল্পবৃত্ত, ইউসেপ বাংলাদেশ (ঢাকা) ও বছিলা উচ্চ বিদ্যালয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে বিজয় উৎসবের আনন্দ- আয়োজন মুখরিত হয়ে ওঠে।

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৪-এর ফিল্ম প্রিভিউ কমিটির সভা

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২৪-এর ফিল্ম প্রিভিউ কমিটির গঠনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম এবং আটজন প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। ফিল্ম প্রিভিউ কমিটির সদস্যরা দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্টের জন্য জমাপ্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্রগুলো প্রিভিউ করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রামাণ্যচিত্র আগামী এপ্রিলে উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করবেন। এবারের লিবারেশন ডকফেস্টে প্রায় ৬০টি দেশ থেকে প্রায় ৪০০-এর মত প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬৫টিরও বেশি প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়েছে। দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের এপ্রিলের ১৯-২৩ তারিখে। পাঁচ দিনব্যাপি এই উৎসবে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের নিয়ে কর্মশালা, মাস্টারক্লাস ও অন্যান্য বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

এম. ফারহাতুল হক, সমন্বয়ক, চলচ্চিত্র কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

নতুন কারিকুলামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পাঠ সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি

পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস উপস্থাপনের যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কীভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রয়েছে বিশাল তথ্য-ভাণ্ডার এবং পাঠ্যবইয়ে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই তাৎপর্যময় উদ্যোগ সম্মিলিতভাবে সফল করে তোলা আমাদের কাম্য। এজন্য বাস্তব কর্মপন্থা নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চেয়েছি। এজন্য পাঠসহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম দিকে ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছে জাদুঘরের একটি টিম। এই টিমে অংশ নেন সত্যজিৎ রায় মজুমদার, ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও প্রকাশনা; এস এম মোহসীন হোসেন, সাম্মানিক ব্যবস্থাপক শিক্ষাকর্মসূচি; আমেনা খাতুন, কিউরেটর, আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে; ড. রেজিনা বেগম, ব্যবস্থাপক, গবেষণা ও গন্থাগার; রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা, রিচআউট; হাসিবুল হক ইমন, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (আইটি) এবং শরীফ রেজা মাহমুদ, কর্মকর্তা, অডিওভিজুয়াল। ট্রাস্টি মফিদুল হক এই নতুন উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন।

বিভিন্ন নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন থেকে কনটেন্ট নির্মাণ সম্পর্কে কনটেন্ট উপস্থাপন ও তার উপর আলোচনা-সমালোচনা শুরু করা হয়। এই মতবিনিময় সম্মিলনগুলোতে অংশগ্রহণ করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, বগুড়া, গাইবান্ধা, ফেনী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর এবং টাঙ্গাইল জেলা বিশেষ করে ঢাকা মহানগরের শিক্ষকবৃন্দ। এদের বেশিরভাগ ছিলেন আইটি শাখার এবং মাস্টার ট্রেইনার। ফলে শ্রেণিকক্ষে সহজে ব্যবহার এবং শিশুবান্ধব করে কনটেন্ট তৈরির বিষয়ে অনেক দিকনির্দেশনা পাওয়া গেছে। যারা বিভিন্ন সময় মিলিত হয়ে পাঠসহায়ক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিষয়ে সহায়তা করেছেন তাদের কয়েজন হলেন, মোহাম্মদপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. মাসুদুল আলম ভুইয়া, আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জালাল উদ্দিন, আহম্মেদ বাওয়ানী একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক মো. ফরহাদ কবির সেলিম, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গালর্স স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি অধ্যাপক, আইসিটি বিভাগ মো. মনিরুল ইসলাম, কল্যাণপুর গালর্স স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক শেখ মো. সামছুদ্দিন, বাড্ডা আলাতুননেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান, জরিনা সিকদার বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সিনিয়র শিক্ষক এলিজা শাহীন, শহীদ মানিক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন মণ্ডল, মানিকনগর মডেল হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক সুপ্রজিত দাশ এবং লেক সার্কাস গার্লস হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক শাহীনা আজিজ।

তখন থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ 'বুঝে পড়ি লিখতে শিখি' অংশে মনোনিবেশ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' থেকে ১৯, ২২ ও ২৩ মার্চের বিবরণ বা ডায়েরি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ভাষা সংগ্রামী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ডায়েরি রয়েছে। সেগুলো শিশুদের পাঠসহায়ক উপকরণ হিসেবে খুব কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। ফলে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের উপর অডিওভিজুয়াল উপস্থাপনা তৈরি করা হয়। শিক্ষক সহায়িকা এবং পাঠ পরিচালনা বিশ্লেষণ করে এই উপস্থাপনার সময় নির্ধারণ হয়েছে ৫-৬ মিনিট।

ভিডিও, তথ্য বা পত্রপত্রিকা দেখতে পারবে এবং একই সাথে প্রশ্ন করতে ও উত্তর পেতে পারবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এখানে এমনভাবে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে যে, শিশুরা সম্ভাব্য উত্তর পাবে এবং শিক্ষকবৃন্দ শিশুদের মূল্যায়নে পাবেন বিশেষ সহায়তা।

স্মার্ট এডুকেশন প্লাটফর্ম তৈরির সুবাদে যেকোনো শ্রেণির পাঠ সহায়ক উপকরণ তৈরির পথ সুগম হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান : অনুশীলন বইয়ের 'আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ' অংশের শহিদ আজাদ সম্পর্কেও তৈরি হয়েছে একটি ভিডিও কনটেন্ট। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শহিদ আজাদের ছবি, চিঠি, এবং অন্যান্য উপকরণ রয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করে খুব সহজে শিশুদের কৌতুহলকে স্পর্শ করা সম্ভব হবে এই স্মার্ট এডুকেশন প্লাটফর্মের মাধ্যমে। ৪ জানুয়ারি ২০২৪ এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জাতিকে অবহিত করা হয় বিষয়টি নিয়ে। সেখানে অনলাইনে

তাত্ত্বিক আলোচনা পর্যালোচনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. মঈনুল ইসলাম জাবেরের পরিচালনায় একটি স্বেচ্ছাসেবী দল করিগরি সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এই টেকনিক্যাল দলের সদস্য হলেন, আইইউবি-র কম্পিউটার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র প্রভাষক মো. আবু সাঈদ, খন্দকার আশিক উজ্জামান, আহসান হাবিব নাহিদ, অমিত রায় এবং আবীর চক্রবর্তী পার্থ। তারা জাহানারা ইমামের রোজনামচার বিষয় নিয়ে স্মার্ট এডুকেশন প্লাটফর্ম তৈরি করেন যেখানে আরো নতুন বার্তা যোগ হয়েছে। এগুলো দিয়ে শিক্ষার্থী পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, কারিগরি টিমের প্রধান ড. মঈনুল ইসলাম জাবের স্মার্ট এডুকেশন প্লাটফর্মের ডিজাইন নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

আশা করা যায় সূচনায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষঅ অধিদপ্তররের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠ সহায়ক ডিজিটাল প্লাটফর্ম ও কনটেন্ট শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার সম্ভব হবে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবী করিগরি দল 'এডুকিশন টিম' সমন্বয়ে শিক্ষাকার্যক্রমে যুক্ত হবে নতুন যাত্রা।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও প্রকাশনা

শুরু হলো আলী যাকের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি প্রয়াত আলী যাকের-এর স্মৃতি বহমান রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গৃহীত 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ-২০২৩' শুরু হয়েছে। ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলার ৫০টি বেসরকারি পাঠাগারকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত হচ্ছে এই উদ্যোগ। ৫০টি পাঠাগারের কাছে বই হস্তান্তরের মাধ্যমে তিন মাসব্যাপী বইপাঠ কর্মসূচির সূচনা হয় ১৮ ডিসেম্বরর ২০২৩। তিন বিভাগে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারে নির্বাচিত তিনটি বইয়ের পাঁচটি করে সেট দেয়া হয়। নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ: স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আহসান হাবীর রচিত '৭১-এর রোজনামচা', কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শেখ তাসলিমা মুন-এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমি একটি বাজপাখিকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম' এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হক রচিত 'জীবন আমার বোন'। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০২২ সালে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ-২০২৩ শুরু হলো।

আংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার সমূহ : সেলিম আল দীন স্মৃতি পাঠাগার, মানিকগঞ্জ; জ্ঞানবীক্ষন পাঠাগার, ঢাকা; কামাল স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা; নেহাব গণ-পাঠাগার, নরসিংদী; মুকুল ফৌজ পাঠাগার, ঢাকা; সীমান্ত পাঠাগার, ঢাকা; আফরোজা আক্তার স্মৃতি পাঠাগার, মানিকগঞ্জ; দনিয়া পাঠাগার, ঢাকা; ভাগ্যকুল পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মুন্সিগঞ্জ; অনির্বাণ পাঠাগার, ঢাকা; শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা; গোলাম আবেদীন মাষ্টার ও রেফাতুন্নেছা গ্রন্থাগার- আকছাইল, কেরানীগঞ্জ; সুলপিনা আদর্শ পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ সংস্থা, নারায়ণগঞ্জ; বেরাইদ গণপাঠাগার, ঢাকা; গ্রন্থবিতান, ঢাকা; শূচি পাঠচক্র ও পাঠাগার, গাজীপুর, উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা, তাহমিনা ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আউয়াল পাবলিক লাইব্রেরি, তুরাগ; শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা; শিল্পবৃত্ত পাঠাগার, ঢাকা; আলোকবর্তিকা গ্রন্থালয়; গুঞ্জন পাঠাগার নবীনগর; রহমান মাস্টার স্মৃতি পাঠাগার; এবাদুল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ও পাঠাগার, পিরোজপুর; আলোর ভুবন পাঠাগার, ময়মনসিংহ; পদক্ষেপ গণ পাঠাগার, হবিগঞ্জ; মজুমদার পাবলিক লাইব্রেরি, কুমিল্লা; জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র, নেত্রকোনা; মুক্তি গণপাঠাগার; জাগ্রত আছিম গ্রন্থাগার, ময়মনসিংহ; বাতিঘর আদর্শ পাঠাগার, টাঙ্গাইল; সৃষ্টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার, কিশোরগঞ্জ; তিতাস গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; আলোকিত মালিটারী ফুটন্ত অভিযান গ্রন্থাগার, রংপুর; ওয়াইজ পাঠাগার, লক্ষ্মীপুর; বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ফ ম মাহবুবুল হক পাঠাগার, সিরাজগঞ্জ; ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মতি মিয়া ফাউন্ডেশন পাঠাগার, জামালপুর; বর্ণ গ্রন্থাগার, গোপালগঞ্জ; অজিৎ স্মৃতি পাঠাগার, সুনামগঞ্জ; লক্ষ্মীপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও টাউন হল; আকাশী গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান ক্লাব; স্বপ্নপূরণ লাইব্রেরি, ময়মনসিংহ; এনভাইরনমেন্টাল সাইন্স ক্লাব ও পাঠাগার, কিশোরগঞ্জ; আনন্দ পাবলিক লাইব্রেরি, বরিশাল; অন্বেষা পাঠাগার, ময়মনসিংহ; ছাগলনাইয়া গণপাঠাগার; সৃষ্টি পাঠ্যোদান ঢাকা; অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি, পাবনা।

নতুন কারিকুলামে মুক্তিযুদ্ধের পাঠ : নতুন সম্ভাবনা ও জাদুঘরের করণীয়

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রদর্শন করছে। ২০২৩ সনে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ও জানানোর একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে পরবর্তী প্রজন্ম দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক জাবের ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির টিমের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন হবে। এখন মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় প্রজন্মের সময়কাল চলছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য মানবিক সমাজ গড়ার প্রত্যয় সফল হবে এই প্রজন্মের হাত ধরে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য-ভাণ্ডার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ-সহায়ক উপকরণ তৈরির ব্যাখ্যা বিষয়ক বক্তব্যে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে নতুন বই বিতরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে। নতুন পাঠ্যক্রমে শ্রেণিকক্ষের বাইরে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ পাঠ্যক্রমের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানাভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ রয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য জাদুঘরের বিশাল তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম জাবেরের নেতৃত্বে একটি টিম ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করছে, যাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির একটা ডেডিকেটেড টিম নিরলসভাবে কাজ করছে। জাদুঘরের বিশাল তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' ও 'শহিদ আজাদের গল্প শুনি' শীর্ষক দুটি ডিজিটাল কনটেন্ট পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে যা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঠ্যসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবে। তিনি মনে করেন, নতুন পাঠ্যক্রম, নতুন শিখন পদ্ধতি আর নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির বিষয়ে নানারকম মতামত থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয় মানবিক গুনাবলি সম্পন্ন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক উন্নত জাতি গঠনে এর গুরুত্ব এক সময়ে সকলে অনুধাবন করবেন।

প্রযুক্তিবিদ টিমের সদস্য হিসেবে সিনিয়র লেকচারার মো. আবু সাঈদ ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রেক্ষাপট, ব্যবহৃত উপকরণ এবং নতুন পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নে ডিজিটাল কনটেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলিকে ভিত্তি করে ডিজিটাল টিমের প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করেন। এতে ভিডিও, ছবি, সংবাদপত্রের কাটিংসহ বিভিন্ন তথ্য আছে। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চ্যাটবটও রয়েছে। মাউশির অনুমোদন পেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উপস্থাপন করা হবে মর্মে তিনি অবহিত করেন।

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম জাবের বিদেশে অবস্থান করায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিষয়টি তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আর শিখন আগ্রহের কথা বিবেচনা করেই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে একজনের জন্য ভালো কিছু করা সম্ভব হলেও তা সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদাভাবে করা বেশ কঠিন। কিন্তু তৈরিকৃত ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে একইসাথে পুরো দেশের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি শিক্ষার্থীদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তিতে পাঠ-সহায়ক উপকরণ পৌঁছানো সম্ভব, এতে করে নতুন পাঠক্রমের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রশ্ন করতে পারার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থিদের জানার আগ্রহ এবং পাঠ আত্মস্থ করার মূল্যায়ন করা যায়, তাই শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে দক্ষ করে গড়ে তোলাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ-আই ব্যবহারের মূল লক্ষ্য। শিক্ষক-শিক্ষার্থী জাদুঘরের বিশাল সংগ্রহকে কাজে লাগাতে পারবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে। জাদুঘরের বিশাল তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত করায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকরণের কাজটি সহজ হয়েছে। এ জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রমের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য উপস্থিত সাংবাদিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। তিনি বলেন অনেকের অভিমত বর্তমান পাঠ্যক্রমে ভালো কিছু নেই; এতে গল্পের সংখ্যা কম; তিনি এ মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অপার সম্ভানা উন্মুক্ত হবে; এর মধ্য দিয়ে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এতে শিক্ষার্থীরা আরো চিন্তাশীল হবে এবং আরো জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। উপস্থিত সংবাদিকবৃন্দ নতুন পাঠ্যক্রম, নতুন শিখন পদ্ধতি আর নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির বিষয়ে ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেন। এ কার্যক্রম বাস্তবানের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এসএম মোহসীন হোসেন
সাম্মানিক ব্যবস্থাপক (শিক্ষাকর্মসূচি)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করা হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র

চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের, প্রামাণ্যচিত্র পরিচালক কাওসার চৌধুরী ও একাত্তর টেলিভিশন নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্রসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর কর হলো গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের মূল্যবান এই প্রামাণ্যচিত্রসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এসময় একাত্তর টেলিভিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু এবং অনুষ্ঠান প্রধান ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসী। বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পক্ষে তানভীর মোকাম্মেলের সাথে উপস্থিত ছিলেন- নির্মাতা সগীর মোস্তফা, শানু মানিক ও কাওসার আহমেদ আবির। একাত্তর টেলিভিশন বিগত ১২ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, সাক্ষাৎকার প্রচার করে আসছে। প্রচারকৃত ৪০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্য ও প্রামাণ্যচিত্র এবং সাক্ষাৎকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করে একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এগুলো সংরক্ষণের সঠিক স্থান। বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ৬টি প্রামাণ্যচিত্র হস্তান্তর করেন বিশিষ্ট প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল, ৬টি প্রামাণ্যচিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে জনযুদ্ধ একাত্তর, মুজিবনগর সরকার, নৌকমান্ডোদের সাহসী অভিযান, বিমান সেনাদের আকাশযুদ্ধ, চট্টগ্রামের প্রাথমিক প্রতিরোধ ও বিলোনিয়ার যুদ্ধ। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা কাওসার চৌধুরী তার নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ক) ৭ই মার্চ, ক্যামেরার চোখে, খ) গণআদালত, গ) বধ্যভূমিতে একদিন ও ঘ) সেই রাতের কথা বলতে এসেছি হস্তান্তর করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, খুব ছোট্ট একটি আয়োজন, কিন্তু এর তাৎপর্য অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তথ্যভাণ্ডার হিসেবে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে এমন সুহৃদদের ভালোবাসায়।

From a Modest Research Idea to Nationwide Implementation

The journey of this transformative educational method began with a question, "Why do students not learn?". Being a professor of Computer Science and Engineering, this question of Prof Yusuf Mahbubul Islam led to the development of a learning method involving questions as a learning tool rather than just an assessment mechanism. Khandoker Ashik Uz Zaman, an undergraduate student at the Department of Computer Science and Engineering at IUB, further worked on this idea for his senior project research, under the supervision of Md Abu Sayed, Senior Lecturer at IUB. Through this research, it became clear that integrating Artificial Intelligence (AI) and modern technology into education had the potential to significantly enhance education and motivate students to learn.

The success of the research at IUB has led to the beginning of the implementation of the research idea nationwide, in collaboration with the Bangladesh Liberation War Museum through the guidance of Dr. Moinul Islam Zaber and the Data & Design Lab (DnD Lab) team. The Smart Learning Platform project, aimed at revolutionizing history education for 6th and 7th-grade students belonging to the national curriculum of Bangladesh. The project demo is currently under development and the pilot version is planned to be implemented soon. The DnD Lab team is working hard to deliver a user-friendly system integrated with modern technology, notably the AI system, which will make the system unique and up to modern standards.

The transformation from a small research idea to a potential nationwide educational strategy demonstrates the power of innovative thinking and the potential of technology to enhance learning experiences.

As this method continues to evolve and expand, it stands as a testament to the vision and dedication of those who believe in redefining education for future generations.

-Md Abu Sayed, *Senior Lecturer at IUB*

এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২৪ স্টোরিটেলিং ল্যাব ফর ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকারস

প্রামাণ্যচিত্রের সংবাদধর্মী চরিত্রের বাইরেও গল্পধর্মী চরিত্র রয়েছে, যেটি নির্মাতাকে আরো বেশী সৃজনশীল স্বাধীনতা দেয় এবং শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রামাণ্যচিত্র চর্চাকে উৎসাহিত করে। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার এই শৈল্পীক স্বাধীনতাকে ব্যবহার করো ছবি নির্মাণে উৎসাহিত করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ফেব্রুয়ারিতে শুরু হতে যাচ্ছে স্টোরিটেলিং কর্মশালা। ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির এই কর্মশালার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্বে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিতে পারবেন। এই পর্বে তারা তাদের প্রস্তাবিত প্রামাণ্যচিত্রের আইডিয়া ডেভলাপ করার সুযোগ পাবে। সেইসাথে প্রামাণ্যচিত্রে গল্প বলার প্রাথমিক কলাকৌশল এবং শৈলী সম্পর্কে ধারণাও দেয়া হবে। প্রথম পর্ব থেকে ১৫ জনকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত করা হবে। চূড়ান্ত পর্বে প্রামাণ্যচিত্রের গল্পবলা এবং পিচিং বিষয়ে ৪ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পিচিংয়ের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ প্রকল্পকে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য অর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

ফরিদ আহমদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহম্মদ : লক্ষ্মীপুর

আমি তোফায়েল আহম্মদ। আমার পিতার নাম আনোয়ারুল হক। আমার পৈত্রিক ঠিকানা লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের দালাল বাজার ইউনিয়নের পূর্ব নন্দনপুর আলিমুদ্দিন্ন বেপারী বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ২০-২১ হবে। সেই সময় পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শুনে একটি বিষয় আমার কাছে খুব পষ্ট হচ্ছিল যে পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব বাংলার) অবস্থানটা সম্মানজনক নয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুর্থ্যানের সময় আমি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। একাত্তরের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হরতাল, মিছিল, মিটিং এ সরগরম হয়ে ওঠে চট্টগ্রামের রাজপথ। কিছু কিছু মিটিং-মিছিলে আমি অংশ নিয়েছি। আমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করে হয়নি। আমার পিতাও একজন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব ছিলেন, সেই ধারাবাহিকতায় এবং ইতিহসের ঘটনা পরিক্রমা জেনে আমার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল যে, পাকিস্তানীদের সাথে আর থাকা যাবে না।

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানোর পরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে মানুষের জনস্রোত পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে আসতে থাকে। তাদের মুখে আমরা শুনেছি পাকিস্তানি বাহিনী কিভাবে গুলি-ট্যাংক নিয়ে মানুষের ওপর আক্রমণ করেছে। ২৬ মার্চের পরে আমাদের এলাকায় মিলিটারীর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এরমধ্যেই আমরা দালাল বাজার স্কুল মাঠে প্রশিক্ষণ নিতে থাকি। প্রশিক্ষণ নিতে নিতে আমাদের কাছে খবর আসলো ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্চ মাসের শেষে বা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা একদল ছাত্র ও কিছু বয়স্ক মানুষ দালাল বাজার থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে একত্রে রওনা দিলাম। রাত ১০টা রওনা দিয়ে আমরা লক্ষ্মীপুরের ভেতর দিয়ে বিজয়নগর, শামপুর, সোমপাড়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, ঢাকা বিশ্বরোড অতিক্রম করে আমরা ভারতের ডিমাতলীতে পৌছি। ভারতের ডিমাতলী পৌঁছে কিছুদুর হেঁটে আমরা রাধানগর বাজারে পৌঁছি। রাধানগর বাজারে পৌঁছে দেখি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৩৬ থেকে ৪০ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে বিরামহীন চলার পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আমরা খুব আনন্দিত হলাম। নোয়াখালীর এমপি অধ্যাপক হানিফ সাহেব, নুরুল হক সাহেবের উদ্যোগে রাধানগর টিলার উপর একটি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আরপি সিং মাঝে মাঝে আমাদের ক্যাম্পে আসতেন। ভারতীয় এনসিসি কোরের একজন সদস্য ছিলেন সরোজ দত্ত। উনি আমাদের সামরিক কায়দায় পিটি প্যারেড শিখাতেন। এপ্রিলে ভারতে ঢুকে আমরা দেখি তখন বিলোনিয়া সেক্টরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। দিন-রাত গোলাগুলির আওয়াজ। এরপর আমরা ট্রেনিং নিতে চলে গেলাম সাবরুম হরিনা ক্যাম্পে। ভোরের কিছু পরে জিয়াউর রহমান সাহেব ক্যাম্পে আসলেন আমাদের সাথে কথা বললেন। আমাদের ওখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হলো না আমরা আবার বিলোনিয়ায় ফেরত আসলাম। বিলোনিয়াতে একটা প্রাইমারি স্কুলে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিছুদিন পরে ত্রিপুরার পালাটোনা ক্যাম্পে আমাদের আবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হলো। গোলপাতার ছাউনী, বেড়ার তৈরি ক্যাম্পে আমরা ফাইটার কোম্পানি যোগদান করি। ওখানে আমাদের দেড়-দুই মাস ট্রেনিং হয়। পুরো ক্যাম্পের সবাই রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়। রক্ত আমাশয়ে কয়েকজন সহযোদ্ধা মারা যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররা আমাদের দীর্ঘদিন ত্বাত্তিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিলেন। এরমধ্যে একদিন ভারতীয় কয়েকটি ট্রাক আসলো, আমাদের বললো তোমাদের নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুরের লোকদের এই ট্রাকে উঠতে হবে। সারা রাত জার্নি করে আমরা রাজনগর ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সাব-সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জাফর ইমাম আমাদের ডেকে বললেন তোমাদের দেশে যেতে হবে। রাতের অন্ধকারে গোলা-বারুদ নিয়ে আমরা চোর্থাখোলা পাহাড়ের টিলার উপর দিয়ে, ঢাকা-কুমিল্লা বিশ্বরোড অতিক্রম করে আমরা চৌদ্দগ্রামের ওখানে একটা খালের পাড়ে পৌঁছলাম। খালের পাড় থেকে নৌকায় উঠে সারাদিন নৌকায় থাকার পর আমরা সন্ধ্যায় দিকে বজরা- সোনাইমুখী পার হলাম। লক্ষ্মীপুরে একটা হাইড-আউটে ছিলাম। মীরগঞ্জ, পানপাড়া, কাফিলাতলীতে আমরা অ্যামবুস করতাম। ঢাকা- রামগঞ্জ-লক্ষীপুরের রাস্তায় পাকিস্তানিদের অনেকগুলো গাড়ি আমরা মাইনের মাধ্যমে ধ্বংস করেছি। বেশ কয়েকটা অ্যামবুসে আমি অংশগ্রহণ করেছি। রায়পুরের অ্যামবুসে একজন রাজাকারের আক্রমণে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই, আবদুল হালিম বাসু নামের এক সহযোদ্ধা শহিদ হয়। শ্যামগঞ্জ পাটোয়ারী বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নেওয়ার কারণে পাকিস্তানিরা বাড়িটি জ্বালিয়ে দেয়। নভেম্বরের ৩০ বা ডিসেম্বরের ১ তারিখে আমরা লক্ষ্মীপুরের দালালবাজারে আক্রমণ করি এবং মুক্ত করি। ওখানে আমাদের সহযোদ্ধা ইপিআর-এর মনসুর শহিদ হয়। ডিসেম্বরের ১/২ তারিখে আমরা লক্ষ্মীপুরে সাঁড়াশি আক্রমণ করি। বাগবাড়ীতে পাকিস্তানিদের ঘাঁটি ছিলো আমরা ওদের রেশন সরবরাহ বন্ধ করে দেই। রেশন সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পর ওরা ২ ডিসেম্বর আত্মসমর্পন করে। লক্ষ্মীপুর থানা হেডকোয়ার্টারে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে মাওলানা আবদুল হাইয়ের নেতৃত্বে রাজাকারের একটি দল ও পাকিস্তানি মিলিশিয়ারা অতর্কিত আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয় এবং আবু সাঈদ সেদিন শহিদ হয়। ডিসেম্বরের ৪ তারিখ লক্ষ্মীপুর শত্রুমুক্ত হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : শরীফ রেজা মাহমুদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরম সুহৃদ ত্রিপুরার সুনন্দা ভট্টাচার্যের প্রয়াণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীর পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অনন্য ভূমিকা পালনকারী ত্রিপুরার প্রয়াত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী ও সহযোগী সুনন্দা ভট্টাচার্য বিগত ২২ ডিসেম্বর আগরতলার একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এক পরম সুহৃদ ও অংশীদারকে আমরা হারালাম। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে যুগান্তর ও পিটিআইয়ের সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য দেশত্যাগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ান এবং আগরতলা শহরের মেলার মাঠে তাঁদের আবাস হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের এক কেন্দ্র। অনেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, সেক্টর কম্যান্ডার ও তাঁদের সহযোগী, গেরিলা যোদ্ধা সবাই এখানে আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছেন। বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যোদ্ধার স্মৃতিকথনে অনিল ভট্টাচার্য ও সুনন্দা ভট্টাচার্যের অবদানের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে সুনন্দা ভট্টাচার্য হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের আপনজন।

মৃত্যুকালে সুনন্দা ভট্টাচার্যের বয়স হয়েছিল ৮৫, তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যার মা ছিলেন। পুত্র সপ্তর্ষী ভট্টাচার্য চেন্নাইয়ের 'দা হিন্দু' পত্রিকার সাংবাদিক। সুনন্দা ভট্টাচার্য স্বামীসহ বিভিন্নবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন এবং জাদুঘরে মূল্যবান স্মারক উপহার দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official